# হাইড্রোসিল এবং হার্নিয়া কি?

হাইড্রোসিল এবং ইনগুইনাল হার্নিয়া হল অস্ত্রোপচারের পরের সাধারণ সমস্যা যা যে কোনো বয়সে হতে পারে। হার্নিয়ার একটি উপসর্গ হল যখন কোনো শিশুর কুঁচকিতে বা শুধুমাত্র পুরুষদের ক্ষেত্রে অণ্ডথলিতে ফুলে যায়। ইনগুইনাল হার্নিয়া পুরুষদের ক্ষেত্রে অনেক বেশি দেখা যায়। পেটের উপাদান যখন কুঁচকি বা অণ্ডথলিতে অনুভূত হয়, তখন সেটাকে হার্নিয়া বলা হয়। পুরুষদের ক্ষেত্রে, এর মধ্যে অন্ত্র অন্তর্ভুক্ত থাকতে পারে। মহিলাদের ক্ষেত্রে, এর মধ্যে অন্ত্র, ফ্যালোপিয়ান টিউব এবং ডিম্বাশয় অন্তর্ভুক্ত থাকতে পারে। হাইড্রোসিল হল অণ্ডকোষের চারপাশে অণ্ডথলিতে তরল জমা হওয়া।

পেট এবং কুঁচকির মধ্যে একটি পথ থাকে যার মধ্য দিয়ে পুরুষ শিশুদের ক্ষেত্রে গর্ভাবস্থার মাঝামাঝি সময়ে অণ্ডকোষটি পেট থেকে অণ্ডথলিতে যায়। এই পথটি সাধারণত শিশুর জন্মের আগে বন্ধ হয়ে যায়। যখন এই পথটি বন্ধ হয় না, তখন হার্নিয়া বা হাইড্রোসিল হতে পারে। তরল পদার্থ যখন পেট থেকে অণ্ডথলিতে যাতায়াত করে, তখন সেটাকে "কমিউনিকেটিং হাইড্রোসিল" বলে। এটি একটি পরোক্ষ ইনগুইনাল হার্নিয়ার মতো, যার অর্থ হল অন্ত্রের উপাদানগুলি সেই পথ দিয়ে যাচ্ছে। শরীর-বিদ্যার দৃষ্টিকোণ থেকে, শিশুদের ক্ষেত্রেও এগুলো মূলত একই রকম। প্রাপ্তবয়স্কদের ক্ষেত্রে, হার্নিয়া এবং হাইড্রোসিল আলাদা।

জন্মের সময় একটি সাধারণ হাইড্রোসিল দেখা যায় এবং যেখানে তরল অণ্ডথলিতে আটকে থাকে কিন্তু পথটি বন্ধ থাকে। সাধারণত জন্মের পরে প্রথম বছরে এগুলি নিজে থেকেই চলে যায়।

## হাইড্রোসিল/হার্নিয়ার উপসর্গগুলি কি কি?

যখন হাইড্রোসিল থাকে, তখন কুঁচকি বা অণ্ডথলিতে একটি শক্ত মাংসের দলা বা স্ফীতি দেখা যায়। একটি কমিউনিকেটিং হাইড্রোসিল বা হার্নিয়া আকারে পরিবর্তিত হয়, যখন শিশুটি কাঁদে, অথবা একটু বড় বয়সের শিশু হলে, যখন শিশুটি হাঁটে তখন বড় হয়। শিশুটি ঘুমিয়ে বা চুপচাপ থাকলে স্ফীত অংশ আকারে ছোট হবে। হাইড্রোসিল বা হার্নিয়ায় সাধারণত ব্যথা থাকে না। কিন্তু, কিছু শিশু ব্যথা অনুভব করে। আপনি লক্ষ্য করতে পারেন যে আপনার শিশু বেশি খিটখিটে, বেশি কাঁদে এবং তাদের পা পেটের দিকে টেনে নেয়। কখনও কখনও বাবা-মা লক্ষ্য করেন যে দিনের শেষে ছোট শিশুদের এবং একটু বড় শিশুদের মধ্যে কমিউনিকেটিং হাইড্রোসিল বেশি ফুলে যায়।

একটি কমিউনিকেটিং হাইড্রোসিল অণ্ডকোষের কোনো ক্ষতি করবে না, তবে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে এটি বড় হয়ে হার্নিয়ায় পরিণত হতে পারে। কুঁচকিতে যখন ফুলে ওঠে, তখন এর অর্থ হতে পারে পেটের ভেতরের অন্ত্রের মত অংশগুলো ভেতরে ঢুকে যাচ্ছে। যতক্ষণ পর্যন্ত পেটের ভেতরের অংশগুলো পেটের ভেতরে ঠেলে দেওয়া যায় (যাকে রিডিউসিবল হার্নিয়া বলা হয়), ততক্ষণ পরিস্থিতি জটিল নয়। তবে, যদি পেটের ভেতরের অংশগুলো আটকে যায় এবং পেটের ভেতরে ঠেলে দেওয়া না যায়, তাহলে তাকে ইনকারসেটেড হার্নিয়া বলা হয়। অবিলম্বে এর চিকিৎসা করা প্রয়োজন। আপনার শিশু যদি বমি করতে শুরু করে, ওই জায়গায় ছুঁলে তীব্র ব্যথা থাকে, কুঁচকি বা অণ্ডথলি কালো-নীল দেখায়, জ্বর বা ডায়রিয়া হয়, তাহলে হতে পারে হার্নিয়াটি চাপা পরেছে। এর ফলে অন্ত্রের রক্ত সরবরাহে বাধা হতে পারে বা রক্ত সরবরাহ ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে এবং এটি জরুরিকালীন চিকিৎসা হিসাবে বিবেচিত হয়।

কখনো কখনো, ডাবল হার্নিয়া হয় যেখানে উভয় পাশে হার্নিয়া বা কমিউনিকেটিং হাইড্রোসিল থাকে। এগুলি একই সময়ে বা বিভিন্ন সময়ে দেখা দিতে পারে।

## হাইড্রোসিল/হার্নিয়ার চিকিৎসা কি?

একটি সাধারণ হাইড্রোসিলের ক্ষেত্রে, আপনার ডাক্তার আপনার সন্তানের শুধুমাত্র কোনো পরিবর্তনের প্রতি নজর রাখবেন। কমিউনিকেটিং হাইড্রোসিল বা ইনগুইনাল হার্নিয়া যদি থাকে, তাহলে আপনার শিশুর অস্ত্রোপচারের প্রয়োজন হবে। শিশুর কোনো ব্যথা না হলে এবং হার্নিয়া কমে যাওয়ার মত হলে একটি ঐচ্ছিক (জরুরি নয়) পদ্ধতি হিসাবে পারস্পরিক সম্মতিতে অস্ত্রোপচারের পরিকল্পনা করা যেতে পারে। হার্নিয়া যদি কমে যাওয়ার মত না হয় বা শিশুটির ব্যথা থাকে, তাহলে প্রক্রিয়াটি জরুরিভাবে বা জরুরি পদ্ধতি হিসাবে করা প্রয়োজন।

সাধারণ অ্যানেস্থেসিয়ার অধীনে প্রক্রিয়াটি করা হয়। শিশু এবং ছোট বাচ্চাদের ক্ষেত্রে, তারা জেগে থাকা অবস্থায় যন্ত্রণাদায়ক কোনো কিছুই করা যাবে না। ছোট বাচ্চাদের মাস্ক ব্যবহার করে অ্যানেস্থেসিয়া গ্যাস দিয়ে ঘুম পাড়িয়ে রাখা হয়। বড় বাচ্চাদের এবং কিশোর-কিশোরীদের ক্ষেত্রে, হোল্ডিং এরিয়াতে IV দেওয়া শুরু করা হয়। অ্যানেস্থেসিয়ার ঝুঁকি পিতামাতার জন্য একটি সাধারণ উদ্বেগ, তবে কয়েক মাস বয়সের পরে হাসপাতালে থাকা শিশু, অন্যথায় সুস্থ শিশুর ক্ষেত্রে এটি খুবই নিরাপদ।

সাধারণভাবে, এক দিকের হার্নিয়া অস্ত্রোপচারে প্রায় এক ঘন্টা সময় লাগে। এটি বহির্বিভাগের রোগী হিসাবে করা হয় (হাসপাতালে রাত না কাটিয়ে একই দিনে বাড়িতে ফিরে যান)। প্রায় এক ইঞ্চি লম্বা ছেদ (কাটা) এবং ত্বকের নীচে দ্রবীভূত সেলাই কুঁচকিতে (বেল্ট লাইনের নীচে) থাকে। কিছু সার্জন পেটের নাভিতে একটি ছোট কীহোল দিয়ে ল্যাপারোস্কোপিক পদ্ধতিতে প্রক্রিয়াটি সম্পাদন করতে পছন্দ করেন।

অস্ত্রোপচারের ফলাফল খুবই ভালো এবং অস্ত্রোপচারের ঝুঁকি কম। বেশিরভাগ শিশুরই প্রক্রিয়াটির পরে সামান্য ব্যথা হয়। পদ্ধতিটির পরে অস্বস্তি কমাতে নোভোকেনের (novocaine) মতো অসাড়কারী ওষুধ কাটা জায়গাটিতে দেওয়া হয়। সাধারণত, প্রথম কয়েক দিন ব্যথা নিয়ন্ত্রণের জন্য অ্যাসিটামিনোফেন (acetaminophen) এবং আইবুপ্রোফেনের (ibuprofen) মতো সরাসরি কাউন্টার থেকে কেনা ওষুধ ব্যবহার করা হয়। কুঁচকি এবং অণ্ডথলিতে কিছু ফোলাভাব দেখা যায়। সাধারণত এক বা দুই সপ্তাহের মধ্যে ফোলাভাব নিজে থেকেই চলে যায়।

**[H3]অস্ত্রোপচারের পরের পরিচর্যা[/H3]**

হার্নিয়া/হাইড্রোসিলের অস্ত্রোপচারের পরে, কাটা জায়গার উপর ডার্মাবন্ড (Dermabond) নামক একটি স্বচ্ছ, অতি-আঠালো ড্রেসিং লাগানো হয়। ঘন ঘন ডায়াপার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে জায়গাটি যতটা সম্ভব পরিষ্কার এবং শুষ্ক রাখুন। কাটা জায়গার উপর যদি মল লেগে যায়, তাহলে উষ্ণ ভেজা ওয়াশক্লথ দিয়ে যতটা সম্ভব পরিষ্কার করুন। ডার্মাবন্ড ধীরে ধীরে নিজে থেকেই খোসা ছাড়ানোর মত ছেড়ে যায়।

নিম্নলিখিত বিষয়গুলি সাধারণ নির্দেশিকা, তবে সার্জন এগুলি অ্যাডজাস্ট করতে পারেন:

- অস্ত্রোপচারের পর পাঁচ দিনের মধ্যে বাথ টবে বসে স্নান করা যাবে না।
- চার সপ্তাহের মধ্যে কোনো স্ট্র্যাডল টয় বা স্যান্ডবক্সে খেলাধুলা করা যাবে না।

- একটু বড়, স্কুল যাওয়ার মত শিশুদের জন্য, চার সপ্তাহ ধরে কোনো জিম, স্পর্শকাতর খেলাধুলা বা এক গ্যালনের বেশি দুধ তোলা যাবে না। এটি আপনার সন্তানের বয়সের উপর নির্ভর করবে এবং ডাক্তারের বিবেচনার ভিত্তিতে পরিবর্তিত হতে পারে।
- অস্ত্রোপচারের পাঁচ দিন পরে ডে-কেয়ার বা স্কুলে ফিরে যেতে পারে।

## আমার সন্তানের ডাক্তারকে আমার কখন ডাকা উচিৎ?

আপনার সন্তানের নিম্নলিখিত কোনো উপসর্গ দেখা দিলে অবিলম্বে আপনার ডাক্তারের সঙ্গে যোগাযোগ করুন:

- 2-3 দিন পর অণ্ডথলি বা কুঁচকিতে ফোলাভাব ক্রমশ বাড়তে থাকলে
- 2-3 দিন পরেও ক্রমাগত ব্যথা বা জ্বালাপোড়া থাকলে
- কাটা জায়গা থেকে জল বের হলে বা রক্তপাত হলে
- 24 ঘন্টারও বেশি সময় ধরে বমি হলে
- 101.5 ডিগ্রি ফারেনহাইটের বেশি জ্বর হলে
- ডায়রিয়া হলে

Last Updated: 11/2024 by Dr. W. DeFoor, Urology